দৈনিক খবর

তারিখ 17 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

028

দৈনিক
খবর

ঢাকা রোববার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৯৫ বাংলা

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রসঙ্গে

দেশের ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। ৪টি বোর্ডে মোট ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৪শ' ৭৬ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। তন্মধ্যে ২ লাখ ২৫ হাজার ৩শ' ৮২ জন পাস করে। পাসের হার শতকরা ৫৫ দশমিক ১৮। মোট ৪ লাখ ৮ হাজার ৪শ' ৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিলো ২ লাখ ৭৯ হাজার ৫শ' ৮০ জন ও ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ১ লাখ ২৮ হাজার ৮শ' ৯৬ জন। ছাত্র ও ছাত্রীর পাসের হার যথাক্রমে শতকরা ৫৫ দশমিক ১৯ এবং শতকরা ৫৫ দশমিক ১৪ ভাগ। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী এই ৪টি বোর্ডের পাসের হার যথাক্রমে ৬৩ দশমিক ১৫, ৬২ দশমিক ৭৬, ৪৪ দশমিক ৫০ এবং ৪৬ দশমিক ৪৫।

বরাবরের মত এবারও ৪ শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকায় যাদের নাম এসেছে তাদের অধিকাংশই হয় ক্যাডেট কলেজ নয়তো সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। অবশ্য মেধা তালিকায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর নামও রয়েছে। তবে সংখ্যায় তারা নেহাৎ কম। মেধা তালিকায় ক্যাডেট কলেজের একচেটিয়া আধিপত্য যশোর বোর্ড ব্যতিরেকে অন্যান্য বোর্ডে বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। পরিবর্তে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবারের ফলাফল দৃষ্টে তাই মনে হয়। ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় এবার সবচেয়ে সুনামের ভাগী হয়েছে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল। গত ৫-৬ বছর আগেও ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় একচেটিয়া আধিপত্য ছিলো এই স্কুলটির। কিন্তু গত ৪ বছর সে আধিপত্য হ্রাস পায়। পরিবর্তে মেধা তালিকায় একচেটিয়া আধিপত্যের অধিকারী হয় মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু এবারের ফলাফলে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল এগিয়ে গেছে। মেধা তালিকায় ২০ জনের মধ্যে ৮টি স্থানই এই স্কুল দখল করে নিয়েছে। এর মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় দু'টি স্থানই তাদের দখলে। যশোর বোর্ডের ফলাফলে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের একচেটিয়া আধিপত্য বরাবরের মতো এবারও লক্ষণীয়। অন্য দু'টি বোর্ডের মেধা তালিকায় কিছুসংখ্যক বাদে প্রায় সবক'টি স্থানই ভাগাভাগি করে নিয়েছে সরকারী হাই স্কুল অথবা কোন না কোন ক্যাডেট কলেজ। অর্থাৎ এবারও ভালো ফল করেছে ঐ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যাদের পেছনে সরকার বেশী টাকা খরচ করে থাকেন। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ক্যাডেট কলেজে ছাত্রপিছু বাৎসরিক সরকারী ব্যয় ১৩ হাজার ৭৭২ টাকা। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রপিছু ব্যয় মাত্র ১ হাজার ১শ' ২৮ টাকা। সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমুদয় ব্যয়ের হিসাব করেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় উপরোক্ত ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। সবাই জানেন, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান। বেসরকারী হাই স্কুলের তুলনায় সরকারী হাই স্কুলে ছাত্রপিছু ব্যয় অনেক বেশী। অর্থাৎ বেসরকারী হাই স্কুলে ছাত্রপিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১ হাজার ১শ' ২৮ টাকার অনেক কম হবে। সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেখানে এরকম পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য সেখানে সরকারী স্কুল এবং ক্যাডেট কলেজগুলোই যে ভালো ফল দেখাবে তাতে বিচিত্র কি। সেদিক থেকে বলতে গেলে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলও গতানুগতিক।

এই গতানুগতিকতার আরেকটি দিক হচ্ছে পরীক্ষায় পাসের হার। শুনেছি এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মুষ্টিমেয় কেন্দ্র বাদে প্রায় সকল পরীক্ষা কেন্দ্রেই ব্যাপকভাবে নকল হয়েছে। কিন্তু এরপরেও পাসের হার ৫৫ দশমিক ১৮কে অতিক্রম করেনি। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নকল করলেই পাস হয় না, পাস করতে হলে কিছু না কিছু লেখাপড়া করতেই হয়। দুঃখের বিষয়, লেখাপড়ার ব্যাপারে ছাত্রদের যেমন অনীহা বাড়ছে, তেমনি ছাত্রদের লেখাপড়ায় এই অনীহা বাড়ার মূলে রয়েছে লক্ষ্যহীন শিক্ষা নীতি। এমনিতেই শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্কুল পরিত্যাগ করে। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে উঠেও বহু ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এর পরেও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কোন রকমে টিকে থেকে যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় তাদের প্রায় অর্ধেকই যদি অকৃতকার্য হয় তাহলে সত্যি তা দুর্ভাগ্যজনক। অথচ প্রায় প্রতিবছরই পাসের হার বলতে গেলে একই রকম থাকছে। শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছরই ফেইল করছে। ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অকৃতকার্য হওয়ার এই পৌনঃপুনিক ঘটনা নিশ্চয়ই সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় বহন করে না। শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন তথা পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করেই এই অবস্থার উন্নতি সম্ভব বলে আমাদের অভিমত। আমরা বৈষম্যমুক্ত ও বাস্তবসম্মত এমন শিক্ষাব্যবস্থা চাই যে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অকৃতকার্য হওয়ার পথকে রুদ্ধ করবে এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সব রকম আশংকাকে চিরতরে নির্মূল করবে।